দৈনিক ইত্তেফাক 30

তারিখ 29 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

দুই মাস পর আজ শেরেবাংলা মেডিকেলে ক্লাস শুরু হইতেছে

নাইনুল হাসান ॥ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে দুইমাস ক্লাস বন্ধ থাকার পর আজ (শনিবার) হইতে বরিশাল শেরে-বাংলা মেডিকেল কলেজে ক্লাস শুরু হইতেছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ বছরে ক্যাম্পাসে এ ধরনের প্রায় অর্ধশত সংঘর্ষ ঘটে। ক্লাস বন্ধ থাকে প্রায় সোয়া দুই বছর। ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। প্রত্যেক সংঘর্ষের পর তদন্ত কমিটি গঠিত হয়; কিন্তু একটি রিপোর্টও আলোর মুখ দেখে নাই। ফলে সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই এবং সম্ভব হয় নাই সন্ত্রাস দমন করা। অভিযোগে প্রকাশ, শিক্ষকগণ কখনও ছাত্রদের ভয়ে আবার কখনও ছাত্রদের 'আশীর্বাদ' লাভের আশায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না। বেশ কয়েকজন শিক্ষক কতিপয় ছাত্র নেতার হাতে জিম্মী বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। নিজেদের পদোন্নতি, বদলী বাতিল, ভাল কলেজে বদলী ইত্যাদি কাজে ছাত্র নেতাদের ব্যবহার করা হয়। কলেজে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকিলেও এ নির্দেশ ইদানীং মানা হইতেছে না। জোরেসোরে চলিতেছে দলীয় তৎপরতা। গত ২৪শে জুলাই কলেজে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৯০০ অভিভাবকের মধ্যে মাত্র ৫৪ জন যোগদান করেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভবিষ্যতে ছাত্র সংঘর্ষ ঘটিলে উহার সহিত জড়িত ছাত্রদের অভিবাবক ক তলব করা হইবে এবং তাহারা ইহার বিচার করিবেন। প্রশ্ন দেখা দিয়াছে জড়িতদের চিহ্নিত করিবে কে? শিক্ষকেরা যদি চিহ্নিত করিতে পারেন তবে এতদিন সংঘর্ষের বিচার হয় নাই কেন? চিহ্নিত করা সম্ভব হইলে একাডেমীক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাস্তি প্রদানেই-বা বাঁধা কোথায়?